মাসিক অভিযোগ নিষ্পত্তির তালিকা : জুলাই/২০২২

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
১	৩০ জুলাই, ২০২২					নালার ওপর ঢাকনা এবং ডাস্টবিন টব এ ও ঢাকনা দেওয়ার কাজ এখনো শুরু হয়নি। তাই আমাদের পুনরায় আবেদন। এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামস্থ ১ নং, ২নং (বিশেষ করে ২নং কমিশনার কার্যালয় সংযুক্ত রোডের [বটতলা মাজার গে ইট হতে সাত মুছা গারমেন্টস হয়ে গুরু মিয়া হাসপাতাল পর্যন্ত বেহাল দূরগন্ধ অবস্থা] দুই পাশের নালা গুলো ঢাকনা যুক্ত করে দূরগন্ধ মুক্ত পরিবেশ করার জন্য আবেদন) ৩নং এরিয়া বায়েজিদ থানা এরিয়া সংলগ্ন এরিয়ার নালা গুলো র ওপর ঢাকনা দেওয়া কর্মসূচি র কাজ বাজেট সহকারে কাজ আরম্ভ হয়নি। এছাড়া ঐ এরিয়ার নালা গুলোর পারশ্বস্ত পথ দিয়ে চলতে সবার অনেক কষ্ট হচ্ছে। তাই ঢাকনা দেওয়া র কাজটি দ্রুত শুরু করে কমপিলিট করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি। চট্টগ্রামস্থ সিটি কর্পোরেশনের ২ নং জালালাবাদ ওয়ার্ডে ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে সমস্ত নালার দূরগন্ধে পথে চলাচল অনেক দূরগন্ধ যুক্ত হয়ে যাই। তাই এ দূরগন্ধ এড়াতে, বিভিন্ন রকম রোগ ব্যাধি হতে বাঁচতে এ চট্টগ্রামের বায়েজিদ বটতল মাজার গেইট ২নং জালালাবাদ ওয়ার্ডে অফিস সংলগ্ন এরিয়া রোডের সমস্ত নালার ওপর বানানো ঢাকনা দেওয়ার জন্য বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি। এবং এ রোডে যে সমস্ত " ডাস্টবিন টব " রোডের পাশে মোড়ে মোড়ে রাখা হয়েছে তা ওপেন রাখাই স্কুল- কলেজ- মাদ্রাসা- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াত পথে অনেক কষ্ট হয়। সাথে অফিস আদালত যাতায়াত কারীরা ও সহ সাধারণ জনগণের অনেক সমস্যা হয়। (কারণ দূরগন্ধে পথ চলাই, দৈনিক আসা-যাওয়াই অনেক সমস্যা যা শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে এবং ইতিমধ্যে হচ্ছে) তাই পথের ওপর রাখা ডাস্টবিন টব গুলি ঢাকনা যুক্ত করা এবং এ ডাস্টবিন টব গুলি হতে যেন দূরগন্ধ এবং ময়লা রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে, সেরকম ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার দ্রুত আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়া বটতল বাজারে যে টবটি রাস্তার পাশে রাখা হয়েছে তাও রাস্তা হতে সরানোর আহ্বান। এবং দৈনিক প্রতিদিন যে ডাস্টবিন পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ময়লা গুলি নিয়ে যাই, তা যেন সকাল ৪-৬ টার মধ্যে নিয়ে যান সে ধরনের নিয়ম করা। কারণ তারা দিনে দশটায় বা দুপুর ২ টাই ডাস্টবিনের ময়লা নেওয়ার সময় অধিকতর গন্ধে অনেকের রোগ সৃষ্টি হচ্ছে পথে যাওয়া আসার সময়						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগে বর্নিত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় "নালার ওপর ঢাকনা এবং ডাস্টবিন টব এ ঢাকনা প্রদান" এর বিষয়টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত নয়, এই বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						অনেকের শরীরে পড়ে , তাই সকালে বা রাত দশটার পর যেন এ সমস্ত রাস্তার পাশে থাকা ডাস্টবিন টবের ময়লা নেওয়ার নিয়ম সিটি কর্পোরেশন ও সরকারী ভাবে করা হয়। সেজন্য বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি । অনেক জায়গার কমিশনার এবং কোটিপতিরা এ সব ডাস্টবিন টব গুলি ঢাকনা যুক্ত করে, দৈনিক পরিস্কারের সময় ও সকাল ভোরে করে রেখেছেন। এবং যত্রতত্র ময়লা যেন ফেলতে না পারেন সেজন্য সবসময় জোর তাগিদ সহ কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছেন। তাই আমাদের এ ২নং ওয়ার্ডে অফিস সংলগ্ন রোড সহ যে সব জায়গায় এখনো এ ধরনের ডাস্টবিন টব গুলি ঢাকনা যুক্ত করেননি। সব জায়গায় যেন দ্রুত ঢাকনা যুক্ত করে, চলার পথে যেন দূরগন্ধ মুক্ত রাখতে যত পদক্ষেপ নেওয়া যাই সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয়ের কাছে সহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিবেশ মন্ত্রীর কাছে বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি । এতে দেশ ও জাতির উন্নতি হবে। কারণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ । তাই রাস্তার পাশে থাকা ডাস্টবিন টব গুলির দূরগন্ধ যেন বেশি দূর পর্যন্ত না যাই সে ব্যবস্থা করার সমস্ত পথ অবলম্বন করার জন্য বিশেষ আহ্বান। (আই ডি নং- ১১৪৪২)						
২	৩০ জুলাই, ২০২২					৬৩৪১ কোটি টাকায় পদ্মা সেতুর আদলে নির্মিত হবে কালুরঘাট সেতু পদ্মা সেতুর আদলে নির্মাণ করা হবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট সেতু। এই সেতু নির্মাণে ব্যয় হবে ৬ হাজার ৩৪১ কোটি টাকা। সেতুটি হবে ৭৮০ মিটার দীর্ঘ। ভায়াডাক্ট হবে ৫ দশমিক ৬২ মিটার এবং স্প্যান হবে ১০০ মিটার। আর সেতুর উচ্চতা হবে ১২ দশমিক ২ মিটার। বুধবার বেলা ১১টায় রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর সিআরবিতে কালুরঘাট রেল কাম সড়ক সেতুর অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে এসব তথ্য উঠে আসে। চলতি বছরেই সেতুর ভিত্তিফলক স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার জাহাঙ্গীর হোসেন। কালুরঘাটে এখন যে সেতুটি রয়েছে সেটি থেকে হালদার উজানের দিকে ৭০ মিটার দূরে নতুন সেতুটি নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি একটি সংযোগ সড়ক নির্মিত হবে, সেটি করবে						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগে বর্নিত "চট্টগ্রামের কালুরঘাট সেতু" নির্মাণের বিষয়টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত নয়, এই বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে। কোরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত এপিম ব্যাংকের নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান ইওশিন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন প্রাথমিক সমীক্ষা শেষে সেতু নির্মাণের স্থান, নকশা, ব্যয় ও নির্মাণকাল নিয়ে প্রাথমিক প্রস্তাবনা রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করেছে।বৈঠকে মোছলেম উদ্দিন আহমেদ, পূর্বাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার জাহাঙ্গীর হোসেন ছাড়াও সমীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ইওশিন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।মোছলেম উদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০১০ সালে কর্ণফুলী তৃতীয় সেতু উদ্বোধন করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেদিন আমরা সিডিএর মাঠে একটি জনসভা করেছিলাম। সেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, কালুরঘাটেও আরও একটি সেতু নির্মাণ করে দেবেন। যে সেতুতে একপাশে গাড়ি এবং নিচে ট্রেন চলতে পারবে। এখন স্বপ্নের সেই সেতুটি নির্মিত হতে যাচ্ছে। কালুরঘাটে নতুন সেতু নির্মাণে আমার আগে যিনি এলাকার এমপি ছিলেন তিনিও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হয়নি। দুর্ভাগ্য হচ্ছে, বিভিন্ন জটিলতার কারণে এটি একনেকে গিয়েও ফেরত এসেছে। তখন কিন্তু খরচও অনেক কম ছিল। শেষ পর্যন্ত আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এটি নিয়ে আবার কাজ শুরু করি।সভা শেষে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার জাহাঙ্গীর হোসেন জানিয়েছেন, সেতুর নির্মাণ কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা যায় সেজন্য চেষ্টা চলছে। টেন্ডার কার্যক্রম শেষ করতে ৭-৮ মাস লাগবে। আগামী আগস্ট মাসে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। এ বছরেই সমস্ত টেন্ডার জটিলতা শেষ হবে। চলতি বছরেই কালুরঘাট সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের চেষ্টা চলছে। পদ্মা সেতুর আদলে এ সেতু নির্মিত হবে। ওপরে গাড়ি চলবে, নিচে ট্রেন। এ সেতুর সমস্ত ব্যয় বহন করবে কোরিয়ান সরকার।এ সংবাদের প্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন হচ্ছে সরকার আগামী বছরের শুরুর দিকে এ সেতুর কাজ শুরু করতে আগ্রহী । কিন্তু আমাদের আবেদন এ সেতুর কাজ আগামী আগস্ট মাস হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করে আগামী ২০২৩ এর ভেতরে পুরো কাজ কমপিলিট করে জনগণের জন্য যানবাহন চলাচল সহ যাবতীয় সহযোগিতা দ্রুত গতিতে করার জন্য আমাদের বিশেষ আহ্বান। সরকার চাইলে সব পারেন । সরকার যে বাজেট দিয়ে এবং কাজটি আগামী বছর শুরু করে দেরি করে কাজটি শেষ করতে চাচ্ছেন । তা একই বাজেটের টাকা দিয়ে দ্রুত এক বছরের মধ্যে শেষ করে দৈনিক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবসায়িক উন্নতি সহ দেশের শিক্ষা প্রসার সহ যাবতীয় বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি করার মানসে কাজটিতে বেশি লোক লাগিয়ে, কন্ট্রাক্ট						

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						দের সব বাজেটের টাকা যথাসময়ে দিয়ে তদারকি সহ জোরালো তাগিদ দিয়ে দ্রুততার সাথে কমপিলিট করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি। (আই ডি নং- ১১৪৪৫)						
৩	৩০ জুলাই, ২০২২					চট্টগ্রামে চট্টগ্রামস্থ রাউজানে ইদানীং বেশ সহযোগিতা সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নতি কর্ম কান্ডে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য রেলপথ বিষয়ক উপদেষ্টা রাউজানের এম পি সাহেবের পুত্র ফারাজ করিম সাহেব বেশ অবদান রেখেছেন। কিন্তু উনি যে রোড হেঁটে যাচ্ছেন সে রোডের যে বিহাল অবস্থা, পিচ ঢালাই ওঠে গিয়ে গর্ত হয়ে রয়েছে, যা ছবিতে দেখা যাচ্ছে । তা খেয়াল করেননি। এমনকি দ্রুত গতিতে রিপিয়ার করার কথাও ভূলে গিয়েছেন? এছাড়া কাগতিয়া বাজার হতে মৌলানা রুহুল আমিন সড়কের বাজার হতে কাসেম নগর পর্যন্ত যে বেহাল দশা তাও ও রিপিয়ার করার কথা ভূলে গিয়েছেন? তাই আমরা পুনরায় মেইল দিয়ে এসব রোড রিপিয়ার পিচ ঢালাই সহ হালদার নাদির তৃতীয় ব্রিজ কাগতিয়া আজিমার ঘাট বা কাসেম নগর ব্রিক ফিল্ডের পূর্ববর্তী পাশের খালি জায়গায় এ হালদার নাদির তৃতীয় ব্রিজ কাগতিয়া আজিমার ঘাটে আগামী আগস্ট সেপ্টম্বর মাসে উদ্বোধন হয়ে আগামী নির্বাচনের আগে এ ব্রিজটির কাজ কমপিলিট করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করছি। (আই ডি নং- ১১৪৪৭)						অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভিযোগে বর্নিত সড়কটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত নয়, এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৪	৩০ জুলাই, ২০২২					পদ্মা সেতুর শরিয়তপুর সংযোগ রাস্তাটির বেহাল অবস্থা যতোটাই না ভাঙা, তার থেকে বেশি সরু রাস্তাটি দিয়ে দুইটি বাস পাশি যেতে পারে না! একটি বাস থামিয়ে সাইড করলে অপর পাসের বাস যেতে পারে! পদ্মা সেতু চালু করা হলেও আমরা শরীয়তপুড়ের জনগণ সুফল পাইনি ! এবং শরিয়তপুর জেলা ঢাকার নিকটবর্তি জেলা হ্ওলে ঢাকা থেকে শরিয়তপুর যেতে সময় লাগছে ৬/৭ ঘন্টা! শরিয়তপুরের মানুষের এই যাতায়াতের দুর্ভোগ আর শেষ হলো না! শরিয়তপুরের সাধারন মানুষ কথা বিবেচনা করে রাস্তাটি মেরামতের উদ্যোগ নিয়ে ঢাকা থেকে শরিয়তপুর যাতায়েত এর সু-ব্যবস্থা করার জন্য অনুরুধ করছি!! (আই ডি নং- ১১৪৪৮, শরীয়তপুর সড়ক বিভাগ)						অভিযোগটির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মাব্রীজ এপ্রোচ) সড়কটি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত। সড়কটি বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সাথে সাথে ঢাকা-শরীয়তপুর এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে বর্ণিত সড়কের চেইনেজ ১৫+৩৩০ (কাজিরহাট) হতে চেইনেজ ২৫+০২০ (পদ্মা ব্রীজ আন্ডার পাস) পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্বেও জনস্বার্থ বিবেচনায় এবং প্রকল্পের কাজ এগিয়ে রাখার স্বার্থে পিএমপি মেজর এর আওতায় বিদ্যমান ৩.৭০ প্রশস্থে মজবুতিকরনসহ ওভারলে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত সড়কের কাজিরহাট হতে শরীয়তপুর ফায়ার সার্ভিস পর্যন্ত প্রায় ১৭.০০কিলোমিটার সড়কাংশ

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
												মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করে যান চলাচল উপযোগী করে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অভিযোগ পত্রের সাথে যে স্থির চিত্র সংযোগ করা হয়েছে/দেখানো হয়েছে তা বাস্তব সড়কের সাথে মিল নেই। বর্তমানে সড়কটি ১৮ফুট হতে ৩৪ফুট প্রশস্থ করনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও কাজীরহাট এবং প্রেমতলা সরু দুটি ব্রীজ এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত হলেও বর্তমানে উভয় ব্রীজের পার্শ্ব দিয়ে সওজ কর্তৃক নতুন প্রশস্থ ব্রীজ (প্রেমতলা ব্রীজ ১৯০.০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১০.২৫মি. প্রশস্থ এবং কাজীর হাট ব্রীজের ১৫০.০০মি. দীর্ঘ এবং ১০.২৫মি. প্রশস্থ) ব্রীজ নির্মান কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর প্রথম এক বছর করোনাকালীন সময় থাকায় বরাদ্দের অপ্রাপ্যতা এবং স্বাস্থগত ঝুঁকিতে মাঠ পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহন কাজ বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে সড়কসহ সেতুর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
৫	৩০ জুলাই, ২০২২					চট্টগ্রামে চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারী-রাউজান সড়ক চার লেইনের কাজটি খুব ধীর গতিতে চলিতেছে। হাটহাজারী-ফটিকছড়ি সড়কের চার লেইনের কাজটি ও খুব ধীর গতিতে চলিতেছে। সরকার ধীরে গতিতে চালিয়ে দুই বছরে শেষ করিলে যে খরচ হবে বা (বাজেট যা করেছেন তাই খরচ করবেন) দ্রুত গতিতে একই বাজেটে এবং কন্ট্রাক্টরের টাকা যথাসময়ে দিয়ে তদারকি করে এক বছরের মধ্যে শেষ করতে চাইলে অবশ্যই শেষ করতে পারবেন। কিন্তু লোক বেশি লাগিয়ে; বেশি দিয়ে, রোড পিচ ঢালাই করার গাড়ি দুই দিক হতে সমান ভাবে দিয়ে দ্রুত গতিতে না করে একসাইট কিছু ঢালাই করা হয়েছে কিছু ঢালাই হয়নি; এভাবে রোড টির কাজ করিতেছি; যার দরুন গাড়ি ট্রাক সি এন জি বাস সহ যাবতীয় গাড়ি দৈনিক এলোমেলো ভাবে চলাচল করার দরুন দূরঘটনা দিনদিন বেড়ে চলেছে। তাই আমাদের আবেদন হচ্ছে আগামী নভেম্বরের ২০২২ মধ্যে উভয় পাশ (চার লাইন) রোড পিচ ঢালাইয়ের কাজ কন্ট্রাক্টদের বাজেটের টাকা দিয়ে দ্রুত এ সময়ের মধ্যে চার লাইন ভিত্তিক সব ফিনিশিং কাজ কমপিলিট করে আগামী ডিসেম্বর ২০২২ রোডটির সকল কার্যক্রম কমপিলিট						জবাব প্রকৃয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						করে আগামী ডিসেম্বর নাগাদ উদ্বোধন করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা একান্ত ভাবে কামনা করছি। এরিই সাথে রাউজানের পর হতে চাইরিবাজার বেতবুনিয়া রানীর হাট-রাঙগুনিয়া-কাউখালী-রাঙামাটি-মারিশ্যা পর্যন্ত তিন লেইনের (দেড়; দেড় বাই তিন লেইন রোডের মাঝখানে এক ইটের ব্রিক দিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ সহ যাবতীয় দূরঘটনা এড়ানোর জন্য) সড়ক ওয়ান বাই ওয়ান করে করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় অর্থমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দ্রুত সহযোগিতা কামনা করছি। এদিকে কাপ্তাই রোডের কালুর ঘাট রাস্তার মাথা হতে কুয়াইশ রাস্তার মাথা সহ নজুমিয়া হাট-মদুনা ঘাট-নোয়াপাড়া-পাহাড়তলী-(রাঙ্গুনিয়া) মরিয়ম নগর-রওজা হাট-লেচুবাগান-কাপ্তাই বাঁধ পর্যন্ত আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর গাড়ি দৈনিক আসা-যাওয়ার সময় দ্রুততার সাথে চলার সময় সি এন জি টেক্সি মাইক্রোবাসের সাথে সংঘর্ষ হয়ে প্রতিনিয়তই দূরঘটনা ঘটতেছে; এছাড়া বাস ও ট্রাকের সাথে ও সেমভাবে দূরঘটনা ঘটতেছে তাই আমাদের আবেদন এ "কাপ্তাই সড়ক " কালুর ঘাট ব্রিজের আগে রাস্তার মাথা হতে মদুনা ঘাট নোয়াপাড়া হয়ে রওজা হাট হয়ে কাপ্তাই বাঁধ পর্যন্ত {কাপ্তাই টি এন ও অফিস সম্মুখস্থ রোড হয়ে যে রোড রাঙামাটির সাথে সংযুক্তি হয়েছে এ রোডটিকেও ওয়ান বাই ওয়ান করে, রোডের মাঝে একটি ইটের ব্রিক দিয়ে হলেও ওয়ান বাই ওয়ান করার সকল কাজ সম্পন্ন আগামী নির্বাচনের আগে রোডটি র কাজ কমপিলিট চাই; আমাদের দাবি আবেদন যেন সরকার দ্রুত কমপিলিট করেন সেজন্য আমাদের বিশেষ আহ্বান} পুরোপুরি সড়ক ওয়ান বাই ওয়ান করে বাজেট করে বাজেটের টাকা নির্দিষ্ট সময়ে কন্ট্রাক্টদের দিয়ে তদারকি করে কাজের লোক রোডের দু দিক হতে সমান ভাবে দিয়ে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করছি। এবং হাটহাজারী আধুনিক হাসপাতালের মোড়ে তিন রাস্তার মিলন স্থান (ফটিকছড়ি -রাউজান -চট্টগ্রাম সিটি দিকের লিংক তিন রাস্তার মোড়ে) প্রতি দিন প্রতি নিয়তই যানজট লেগে						

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						আছে; এ যানজটের নিরসনের জন্য এ স্থানে ত্রিমুখী ফ্লাই ওভার জরুরি। অনেক বলাবলি লেখালেখির পরও মাননীয় হাটহাজারীর এম পি সাহেব এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না; তাই আমাদের মান সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আহ্বান যেন এ ফ্লাই ওভারের কাজটি যেন দ্রুত বাজেট, engineering planing করে সুযোগ মতো ভাবে একদিকের হলেও (হাটহাজারী রাউজান মুখী সিটি মুখী এক পাশের ফ্লাই ওভার করে দিলে) এ যানজটের অবসান হবে তাই দ্রুত গতিতে আমাদের তথ্য আবেদনটি সরেজমিনে চেক করে কমপিলিট ফ্লাই ওভার দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি। তদ্রূপ চট্টগ্রামে চট্টগ্রামস্থ বায়েজিদ থানাধীন অক্সিজেন মোড় সংলগ্ন এরিয়ার চৌরাস্তাতে, কমপক্ষে ত্রিমুখী ফ্লাই ওভার জরুরি। একটি রৌফাবাদ-আতুরার ডিপো সংযুক্তির দিকে, আরেকটি কে ডি এস গারমেন্টস সম্মুখস্থ হয়ে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল রোডের আগ পর্যন্ত, আরেকটি গিয়ে হাটহাজারী -রাউজান-ফটিকছড়ি-রাঙগামাটি-খাগড়াছড়ি রোডের দিকে আহসানুল উলুম মাউলানা নুরুল ইসলাম হাশেমী কামিল এম এ মাদ্রাসার গেটের আগে engineering planing মতো স্থানের, লেন করিয়ে এ ত্রিমুখী ফ্লাই ওভার দিয়ে বহু দিনের যানজটের নিরসন সহ উওর চট্টগ্রামের বিদেশ গামী যাত্রীদের দ্রুত গতিতে তাদের যাত্রা শুভ ও তাদের বিদেশ যেতে যাতায়াতে দূরভোগ নিরসন করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা দ্রুত কামনা করছি। আমাদের আবেদন তথ্য সঠিক কিনা তা সরেজমিনে এসে দেখে তা যাচাই করে যথাযথ ভাবে যথাসময়ে বেশি লোক লাগিয়ে দ্রুততার সাথে এ বাইজিদ অক্সিজেনের ফ্লাই ওভারের কাজটি ও বাজেট করে দ্রুততার সাথে কমপিলিট করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি। (আই ডি নং- ১১৪৪৯)						
৬	৩০ জুলাই, ২০২২					আমাদের আবেদন যথাস্থানে তথ্য নিয়ে দ্রুত লোক লাগিয়ে সেতু হোক বা টানেল হোক যে কোন একটি তৈরি করতে জনগণের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি সহ যাবতীয় দূর ঘটনা দূর করার আহ্বান। ঢাকা আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া সেতুর বাস্তবায়ন চাই। এবারের কুরবানি ঈদে উত্তরবঙ্গের মানুষের ঘরযাত্রার ভোগান্তি দেখে সেতুমন্ত্রী বলেছেন, 'রাস্তার দোষ নয়,						জবাব প্রকৃয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						সিস্টেমের দোষ।' সেতুমন্ত্রীকে এজন্য ধন্যবাদ যে, অতঃপর তিনি উত্তরবঙ্গের মানুষের ভোগান্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু রেলমন্ত্রী সে কথাটিও স্বীকার করেন বলে মনে হয় না। কারণ, পাবনার মানুষ যখন পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন সার্ভিস চালুর দাবি তুলেছিলেন, তখন তিনি একবার ট্রেনের বগিস্বল্পতার কথা এবং আরেকবার যমুনা সেতুর রেললাইনের অসক্ষমতার কথা বলে পাবনাবাসীর সে দাবিকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। আর এখানেই পাবনা তথা উত্তরবঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য। পাবনা বা উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বের দুর্বলতায় অতীত থেকেই এ এলাকার মানুষ অনেক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে; যার অন্যতম আরিচা-নগরবাড়ী সড়ক সেতু। সেই পাকিস্তান আমলে আরিচা-নগরবাড়ী সেতু নির্মাণের কথা থাকলেও শুধু নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। শত শত বছরের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ধারক-বাহক আরিচা-নগরবাড়ী-গোয়ালন্দের গুরুত্ব বিবেচনা করে পাকিস্তান আমলে যখন সেই স্থানে সেতু নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন সে প্রস্তাবকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করার মতো শক্তি, মেধা বা দক্ষতার পরিচয় সে সময়ে পাবনা-কুষ্টিয়া বা উত্তরবঙ্গের নেতাদের কেউ দেখাতে পারেননি। যদি তাই হতো, তাহলে এ দেশে আজ বড় বড় দুটি সেতুর স্থানে তিনটি সেতুর দেখা মিলত। অন্তত ইস্ট-ওয়েস্ট বিদ্যুৎ কানেক্টর টাওয়ার নির্মাণের সময়েও ডিজাইনটি কিছুটা পরিবর্তন করলেই একটি সেতু হয়ে যেত। অর্থাৎ যমুনা এবং পদ্মা সেতুর আগেই আরিচা-নগরবাড়ী পয়েন্টে আরও একটি বড় সেতু এ দেশে নির্মিত হয়ে যেত। আর সে ক্ষেত্রে হয়তো বর্তমান যমুনা সেতু আরও একটু উত্তরেই নির্মিত হতো। উল্লেখ্য, সে সময় আরিচা-নগরবাড়ী সেতু নির্মাণের মূল যুক্তি ছিল, আরিচা থেকে পার্বতীপুর এবং খুলনা সমদূরবর্তী। সুতরাং, দেশের সর্বপ্রথম বড় সেতু প্রকল্প হিসাবে আরিচা-নগরবাড়ী পয়েন্টকেই সে সময় বেছে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে সেতুটি উত্তর দিকে সরিয়ে নেওয়ায় উত্তরবঙ্গসহ দেশের পশ্চিমাংশের মানুষকে এখন রাজধানী ঢাকায় আসতে যেতে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ঘুরে সিরাজগঞ্জের ওপর দিয়ে বাদবাকি জেলায় যাতায়াত করতে হয়।আর ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ যেতে যমুনা সেতু পর্যন্ত পৌঁছাতে যে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়, তা বলার মতো নয়! একবিংশ শতাব্দীর এই দিনেও এ এলাকার মানুষকে সড়কে						

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
												মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করে যান চলাচল উপযোগী করে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অভিযোগ পত্রের সাথে যে স্থির চিত্র সংযোগ করা হয়েছে/দেখানো হয়েছে তা বাস্তব সড়কের সাথে মিল নেই। বর্তমানে সড়কটি ১৮ফুট হতে ৩৪ফুট প্রশস্থ করনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও কাজীরহাট এবং প্রেমতলা সরু দুটি ব্রীজ এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত হলেও বর্তমানে উভয় ব্রীজের পার্শ্ব দিয়ে সওজ কর্তৃক নতুন প্রশস্থ ব্রীজ (প্রেমতলা ব্রীজ ১৯০.০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১০.২৫মি. প্রশস্থ এবং কাজীর হাট ব্রীজের ১৫০.০০মি. দীর্ঘ এবং ১০.২৫মি. প্রশস্থ) ব্রীজ নির্মান কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর প্রথম এক বছর করোনাকালীন সময় থাকায় বরাদ্দের অপ্রাপ্যতা এবং স্বাস্থগত ঝুঁকিতে মাঠ পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহন কাজ বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহনসহ সড়ক উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে সড়কসহ সেতুর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
৫	৩০ জুলাই, ২০২২					চট্টগ্রামে চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারী-রাউজান সড়ক চার লেইনের কাজটি খুব ধীর গতিতে চলিতেছে। হাটহাজারী-ফটিকছড়ি সড়কের চার লেইনের কাজটি ও খুব ধীর গতিতে চলিতেছে। সরকার ধীরে গতিতে চালিয়ে দুই বছরে শেষ করিলে যে খরচ হবে বা (বাজেট যা করেছেন তাই খরচ করবেন) দ্রুত গতিতে একই বাজেটে এবং কন্ট্রাক্টরের টাকা যথাসময়ে দিয়ে তদারকি করে এক বছরের মধ্যে শেষ করতে চাইলে অবশ্যই শেষ করতে পারবেন। কিন্তু লোক বেশি লাগিয়ে; বেশি দিয়ে, রোড পিচ ঢালাই করার গাড়ি দুই দিক হতে সমান ভাবে দিয়ে দ্রুত গতিতে না করে একসাইট কিছু ঢালাই করা হয়েছে কিছু ঢালাই হয়নি; এভাবে রোড টির কাজ করিতেছি; যার দরুন গাড়ি ট্রাক সি এন জি বাস সহ যাবতীয় গাড়ি দৈনিক এলোমেলো ভাবে চলাচল করার দরুন দূরঘটনা দিনদিন বেড়ে চলেছে। তাই আমাদের আবেদন হচ্ছে আগামী নভেম্বরের ২০২২ মধ্যে উভয় পাশ (চার লাইন) রোড পিচ ঢালাইয়ের কাজ কন্ট্রাক্টদের বাজেটের টাকা দিয়ে দ্রুত এ সময়ের মধ্যে চার লাইন ভিত্তিক সব ফিনিশিং কাজ কমপিলিট করে আগামী ডিসেম্বর ২০২২ রোডটির সকল কার্যক্রম কমপিলিট						জবাব প্রকৃয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						করে আগামী ডিসেম্বর নাগাদ উদ্বোধন করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা একান্ত ভাবে কামনা করছি। এরিই সাথে রাউজানের পর হতে চাইরিবাজার বেতবুনিয়া রানীর হাট-রাঙগুনিয়া-কাউখালী-রাঙামাটি-মারিশ্যা পর্যন্ত তিন লেইনের (দেড়; দেড় বাই তিন লেইন রোডের মাঝখানে এক ইটের ব্রিক দিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ সহ যাবতীয় দূরঘটনা এড়ানোর জন্য) সড়ক ওয়ান বাই ওয়ান করে করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় অর্থমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দ্রুত সহযোগিতা কামনা করছি। এদিকে কাপ্তাই রোডের কালুর ঘাট রাস্তার মাথা হতে কুয়াইশ রাস্তার মাথা সহ নজুমিয়া হাট-মদুনা ঘাট-নোয়াপাড়া-পাহাড়তলী-(রাঙ্গুনিয়া) মরিয়ম নগর-রওজা হাট-লেচুবাগান-কাপ্তাই বাঁধ পর্যন্ত আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর গাড়ি দৈনিক আসা-যাওয়ার সময় দ্রুততার সাথে চলার সময় সি এন জি টেক্সি মাইক্রোবাসের সাথে সংঘর্ষ হয়ে প্রতিনিয়তই দূরঘটনা ঘটতেছে; এছাড়া বাস ও ট্রাকের সাথে ও সেমভাবে দূরঘটনা ঘটতেছে তাই আমাদের আবেদন এ "কাপ্তাই সড়ক " কালুর ঘাট ব্রিজের আগে রাস্তার মাথা হতে মদুনা ঘাট নোয়াপাড়া হয়ে রওজা হাট হয়ে কাপ্তাই বাঁধ পর্যন্ত {কাপ্তাই টি এন ও অফিস সম্মুখস্থ রোড হয়ে যে রোড রাঙামাটির সাথে সংযুক্তি হয়েছে এ রোডটিকেও ওয়ান বাই ওয়ান করে, রোডের মাঝে একটি ইটের ব্রিক দিয়ে হলেও ওয়ান বাই ওয়ান করার সকল কাজ সম্পন্ন আগামী নির্বাচনের আগে রোডটি র কাজ কমপিলিট চাই; আমাদের দাবি আবেদন যেন সরকার দ্রুত কমপিলিট করেন সেজন্য আমাদের বিশেষ আহ্বান} পুরোপুরি সড়ক ওয়ান বাই ওয়ান করে বাজেট করে বাজেটের টাকা নির্দিষ্ট সময়ে কন্ট্রাক্টদের দিয়ে তদারকি করে কাজের লোক রোডের দু দিক হতে সমান ভাবে দিয়ে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করছি। এবং হাটহাজারী আধুনিক হাসপাতালের মোড়ে তিন রাস্তার মিলন স্থান (ফটিকছড়ি -রাউজান -চট্টগ্রাম সিটি দিকের লিংক তিন রাস্তার মোড়ে) প্রতি দিন প্রতি নিয়তই যানজট লেগে						

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						আছে; এ যানজটের নিরসনের জন্য এ স্থানে ত্রিমুখী ফ্লাই ওভার জরুরি। অনেক বলাবলি লেখালেখির পরও মাননীয় হাটহাজারীর এম পি সাহেব এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না; তাই আমাদের মান সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আহ্বান যেন এ ফ্লাই ওভারের কাজটি যেন দ্রুত বাজেট, engineering planing করে সুযোগ মতো ভাবে একদিকের হলেও (হাটহাজারী রাউজান মুখী সিটি মুখী এক পাশের ফ্লাই ওভার করে দিলে) এ যানজটের অবসান হবে তাই দ্রুত গতিতে আমাদের তথ্য আবেদনটি সরেজমিনে চেক করে কমপিলিট ফ্লাই ওভার দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি। তদ্রূপ চট্টগ্রামে চট্টগ্রামস্থ বায়েজিদ থানাধীন অক্সিজেন মোড় সংলগ্ন এরিয়ার চৌরাস্তাতে, কমপক্ষে ত্রিমুখী ফ্লাই ওভার জরুরি। একটি রৌফাবাদ-আতুরার ডিপো সংযুক্তির দিকে, আরেকটি কে ডি এস গারমেন্টস সম্মুখস্থ হয়ে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল রোডের আগ পর্যন্ত, আরেকটি গিয়ে হাটহাজারী -রাউজান-ফটিকছড়ি-রাঙগামাটি-খাগড়াছড়ি রোডের দিকে আহসানুল উলুম মাউলানা নুরুল ইসলাম হাশেমী কামিল এম এ মাদ্রাসার গেটের আগে engineering planing মতো স্থানের, লেন করিয়ে এ ত্রিমুখী ফ্লাই ওভার দিয়ে বহু দিনের যানজটের নিরসন সহ উওর চট্টগ্রামের বিদেশ গামী যাত্রীদের দ্রুত গতিতে তাদের যাত্রা শুভ ও তাদের বিদেশ যেতে যাতায়াতে দূরভোগ নিরসন করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতা দ্রুত কামনা করছি। আমাদের আবেদন তথ্য সঠিক কিনা তা সরেজমিনে এসে দেখে তা যাচাই করে যথাযথ ভাবে যথাসময়ে বেশি লোক লাগিয়ে দ্রুততার সাথে এ বাইজিদ অক্সিজেনের ফ্লাই ওভারের কাজটি ও বাজেট করে দ্রুততার সাথে কমপিলিট করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি। (আই ডি নং- ১১৪৪৯)						
৬	৩০ জুলাই, ২০২২					আমাদের আবেদন যথাস্থানে তথ্য নিয়ে দ্রুত লোক লাগিয়ে সেতু হোক বা টানেল হোক যে কোন একটি তৈরি করতে জনগণের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি সহ যাবতীয় দূর ঘটনা দূর করার আহ্বান। ঢাকা আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া সেতুর বাস্তবায়ন চাই। এবারের কুরবানি ঈদে উত্তরবঙ্গের মানুষের ঘরযাত্রার ভোগান্তি দেখে সেতুমন্ত্রী বলেছেন, 'রাস্তার দোষ নয়,						জবাব প্রকৃয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						সিস্টেমের দোষ।' সেতুমন্ত্রীকে এজন্য ধন্যবাদ যে, অতঃপর তিনি উত্তরবঙ্গের মানুষের ভোগান্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু রেলমন্ত্রী সে কথাটিও স্বীকার করেন বলে মনে হয় না। কারণ, পাবনার মানুষ যখন পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন সার্ভিস চালুর দাবি তুলেছিলেন, তখন তিনি একবার ট্রেনের বগিস্বল্পতার কথা এবং আরেকবার যমুনা সেতুর রেললাইনের অসক্ষমতার কথা বলে পাবনাবাসীর সে দাবিকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। আর এখানেই পাবনা তথা উত্তরবঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য। পাবনা বা উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বের দুর্বলতায় অতীত থেকেই এ এলাকার মানুষ অনেক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে; যার অন্যতম আরিচা-নগরবাড়ী সড়ক সেতু। সেই পাকিস্তান আমলে আরিচা-নগরবাড়ী সেতু নির্মাণের কথা থাকলেও শুধু নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। শত শত বছরের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ধারক-বাহক আরিচা-নগরবাড়ী-গোয়ালন্দের গুরুত্ব বিবেচনা করে পাকিস্তান আমলে যখন সেই স্থানে সেতু নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন সে প্রস্তাবকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করার মতো শক্তি, মেধা বা দক্ষতার পরিচয় সে সময়ে পাবনা-কুষ্টিয়া বা উত্তরবঙ্গের নেতাদের কেউ দেখাতে পারেননি। যদি তাই হতো, তাহলে এ দেশে আজ বড় বড় দুটি সেতুর স্থানে তিনটি সেতুর দেখা মিলত। অন্তত ইস্ট-ওয়েস্ট বিদ্যুৎ কানেক্টর টাওয়ার নির্মাণের সময়েও ডিজাইনটি কিছুটা পরিবর্তন করলেই একটি সেতু হয়ে যেত। অর্থাৎ যমুনা এবং পদ্মা সেতুর আগেই আরিচা-নগরবাড়ী পয়েন্টে আরও একটি বড় সেতু এ দেশে নির্মিত হয়ে যেত। আর সে ক্ষেত্রে হয়তো বর্তমান যমুনা সেতু আরও একটু উত্তরেই নির্মিত হতো। উল্লেখ্য, সে সময় আরিচা-নগরবাড়ী সেতু নির্মাণের মূল যুক্তি ছিল, আরিচা থেকে পার্বতীপুর এবং খুলনা সমদূরবর্তী। সুতরাং, দেশের সর্বপ্রথম বড় সেতু প্রকল্প হিসাবে আরিচা-নগরবাড়ী পয়েন্টকেই সে সময় বেছে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে সেতুটি উত্তর দিকে সরিয়ে নেওয়ায় উত্তরবঙ্গসহ দেশের পশ্চিমাংশের মানুষকে এখন রাজধানী ঢাকায় আসতে যেতে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ঘুরে সিরাজগঞ্জের ওপর দিয়ে বাদবাকি জেলায় যাতায়াত করতে হয়।আর ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ যেতে যমুনা সেতু পর্যন্ত পৌঁছাতে যে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়, তা বলার মতো নয়! একবিংশ শতাব্দীর এই দিনেও এ এলাকার মানুষকে সড়কে						

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						আটকা পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে যেভাবে আহাজারি করতে হয়, তা-ও বলার মতো নয়! আর এ যন্ত্রণা শুধু ঈদের সময়ই নয়, বছরজুড়েই নারী, পুরুষ, শিশুসহ কখনো যমুনা সেতুর পূর্বপ্রান্তে; আবার কখনো পশ্চিমপ্রান্তের সড়কে ১০-১২ ঘণ্টা পর্যন্ত আটকে থাকতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহন স্থবির হয়ে পড়ায় এক পর্যায়ে ৪০-৫০ কিলোমিটার রাস্তায় যানজট ছড়িয়ে পড়লে মানুষের ত্রাহি অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে শিশু ও নারীদের করুণ অবস্থার কথা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এ অবস্থায় টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জের জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য চেয়ে রাস্তায় আটকে থাকাদের কেউ কেউ ফোনও করে থাকেন। সুতরাং, সেতুমন্ত্রী যে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, সেজন্য আবারও তাকে ধন্যবাদ। কিন্তু অবস্থা এভাবে চলতে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও তো চলবে না। কারণ, দিন দিন এ সমস্যা যে আরও বাড়বে, এ কথাটিও তো কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। দিনের পর দিন ট্রাক, বাস, লরি, ওয়াগনবাহী দৈত্যাকার যান, প্রাইভেট কার, জিপ, মোটরসাইকেল সবকিছুই তো বেড়ে যাবে! আর তখন শুধু দুটি মাত্র বড় সেতু দিয়ে কি পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে? আমার মনে হয়, বিষয়টি এখনই গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখে বিশ্বব্যাংক যদি কম সুদে ঋণ দেয়, তাহলে আরও একটি বড় সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতেই পারে। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এখনই যে আরও একটি বড় সেতু নির্মিত হবে, তেমনটিও তো নয়। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি করলে কাজটি যে অনেক বেশি পিছিয়ে যাবে, জনান্তিকে সেই কথাটিই বলে রাখা হলো। আরও বলে রাখা হলো, আগামী ২০ বছরেই কিন্তু দেশের জনসংখ্যা ২০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে; আর তখন বর্তমান বড় দুটি সেতুর ওপর যে চাপ পড়বে, সে চাপ সেতু দুটি সহ্য করতে পারবে না। এ বিষয়ে আমার কিছুটা বিশেষ জ্ঞান থাকায়, সেতুমন্ত্রী তথা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অচিরেই পদ্মা সেতুর ওপর কিন্তু অতিরিক্ত চাপ পড়বে এবং সে কারণে সেতুটির ক্ষতিসাধন হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া ওপারের জেলাগুলোয় যখন শিল্প-কারখানা, খামার ইত্যাদি গড়ে উঠবে আর সেখানকার উৎপাদিত পণ্য যখন পারাপার শুরু হবে, তার সঙ্গে মোংলা, পায়রা ইত্যাদি বন্দরের ওয়াগনবাহী যানবাহন চলাচল শুরু হলে পদ্মা সেতু কিন্তু						

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						কুলিয়ে উঠতে পারবে না। যমুনা সেতুর উভয় পাড়ের মতো পদ্মা সেতুর উভয় পাড়েও অসহনীয় যানজট সৃষ্টি হবে। এ সমস্যা সমাধানে তাই এখনই আরও একটি সমান্তরাল বড় সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর সে সেতুটি যে আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া পয়েন্টে একটি ত্রিমুখী সেতু হবে, সে কথাটি বলাই বাহুল্য। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগে পদ্মা সেতু দর্শনে গিয়ে আমি যা দেখতে পেয়েছি, তাতে করে উপরের ধারণাগুলো আমার কাছে আরও দৃঢ়মূল হয়েছে। কারণ, ঢাকা থেকে পদ্মা সেতুতে পৌঁছাতে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে বেশ কিছু সময় আটকে থাকার পর পদ্মা সেতুর টোল প্লাজার তিন কিলোমিটার পূর্ব থেকেই যানজট দেখে সেদিনই বুঝতে পেরেছি, ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে। অতঃপর পদ্মা সেতুর উভয় পারেই যে প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হবে, সে কথাটি মাথায় রেখে এখনই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি বলেই মনে করি। আর সে ক্ষেত্রে আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়ায় একটি ত্রিমুখী সেতু নির্মাণই হবে কাজের কাজ। কারণ, এ সেতুটি নির্মাণ করা গেলে বর্তমান পদ্মা ও যমুনা সেতুর ওপর চাপ কমে যাবে। নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গার মানুষসহ ঈশ্বরদী ইপিজেডের মালবাহী যানবাহনকে তখন আর পদ্মা-যমুনা সেতু যেমন ব্যবহার করতে হবে না, তেমনি রাজবাড়ী, ঝিনাইদহ, মাগুরা; এমনকি ফরিদপুরের মানুষকেও পদ্মা সেতু ব্যবহার করতে হবে না। পদ্মা সেতুতে যানজট বা ভিড়ের কারণে ফরিদপুরের যানবাহনও তখন আরিচা হয়ে যাতায়াত করবে। কারণ, এ পথে যাতায়াত করলে পদ্মা সেতুর মতো একই দূরত্ব পাড়ি দিয়ে যানজটের ঝুঁকি ছাড়াই ফরিদপুর পৌঁছানো যাবে। মোট কথা, পদ্মা এবং যমুনা সেতুর মধ্যবর্তী স্থান আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া পয়েন্টে আরও একটি বড় সেতু নির্মাণের অপরিহার্যতা ভুলে না গিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এখনই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, তেমনটিই প্রত্যাশিত। আমার জানা মতে, মুক্তিযুদ্ধের উপসর্বাধিনায়ক একে খোন্দকার পরিকল্পনামন্ত্রী থাকাবস্থায় আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া সেতু প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং পদ্মা সেতু নির্মাণ সমাপ্তির পর তা বাস্তবায়নের কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে এখন আর তেমন কোনো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না; বরং সরকারের একটি মহল থেকে নাকি						

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						সরকারের হাইকমান্ড তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানো হচ্ছে যে, সেখানকার নদীর গভীরতা ইত্যাদি কারণে আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া পয়েন্টে সেতু নির্মাণ সম্ভব নয়। জানি না কথাটি সত্যি কিনা, তবে আমাকে একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী কথাটি জানিয়ে এ বিষয়ে হতাশা ব্যক্ত করায় আমি তথ্যটি সঠিক বলেই ধরে নিয়েছি। যদিও সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রীর আমলে গৃহীত ও অনুমোদিত আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া প্রকল্পটির মৃত্যু ঘটেছে, নাকি সেটা হিমঘরে চলে গেছে, সে সম্পর্কেও আমরা কিছু জানি না। তবে সরকারের উচিত এ বিষয়ে দেশের মানুষকে সবকিছু জানিয়ে দেওয়া। কারণ, এতবড় একটি প্রকল্পের মৃত্যু ঘটবে বা তা হিমঘরে চলে যাবে আর আমরা তা জানতে পারব না, তেমনটি হওয়া উচিত নয়। পরিশেষে আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই, পাশ কাটানোর ইচ্ছায় বা আঞ্চলিকতার কারণে কেউ যদি আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া সেতু প্রকল্পটি আটকে দিতে চান, তাহলে তা একটি আত্মঘাতী কাজ হিসাবেই বিবেচিত হবে। আবার কেউ যদি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অসম্ভব বলেন, তা-ও সঠিক নয় বলেই মনে করি। সে ক্ষেত্রে যারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন অসম্ভব বলে মত দিচ্ছেন, তাদের সেসব যুক্তির পক্ষের রিপোর্টগুলোও প্রকাশিত হওয়া উচিত। কারণ, প্রকল্পটির সঙ্গে দেশের চার-পাঁচ কোটি লোকের ভালো-মন্দ জড়িত আছে, কোটি কোটি মানুষের সেন্টিমেন্ট জড়িত আছে। এ অবস্থায় আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া সেতু প্রকল্পটি নিয়ে সরকারেরও 'ঝেড়ে কাশা' উচিত। পদ্মা নদীর সেতু পদ্মা সেতু আর যমুনা নদীর যমুনা সেতু মাঝ বরাবর এখানে একটি টানেল অথবা সেতু দ্রুত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপ নেন সেজন্য আমাদের আজকের মেইল এ আরিচা কাজিরহাট-দৌলতদিয়া এরিয়াই পদ্মা সেতুর মতো সেতু তৈরি করতে যেন সরকার পুনরায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে এসব বিভাগে ব্যবসায়ীক উন্নতি সহ শিক্ষাই অগ্রগতি করার আহ্বান । তাছাড়া যদি ব্রিজ করতে বাজেটের টাকা, যদি বেশি যাই সেক্ষেত্রে নদীর তলদেশ দিয়ে রোড করতে টাকা কম যাই তাহলে কর্ণফুলী টানেলের মতো ঐ এরিয়াই একটি টানেল তৈরি করে সরকার নবদিগন্ত সৃষ্টি করবে। যা দেশের অদূর ভবিষ্যতের চেহারা পাল্টে দেবে। যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আরো অগ্রগতি হবে।						

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
						তাই এ আরিচা-কাজিরহাট-দৌলতদিয়া সংলগ্ন এরিয়াই দ্রুত এ মাস হতে এ টানেলের কাজটি শুরু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেক্রেটারি মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে দ্রুত আহ্বান জানাচ্ছি। (আই ডি নং- ১১৪৫১)						
	মোট=	-	-	০৬	০৬	-	০৪	০২				

(মুনমুন বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
তদন্ত বিভাগ
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ আমানউল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
প্রশাসন ও সংস্থাপন
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ রেজাউল করিম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(এ, কে, এম, মনির হোসেন পাঠান)
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

সংস্থার নামঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
মাসের নামঃ জুলাই, ২০২২

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত X ১০০/ (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৩	০	০	০	২৩	১৩	০২	৮	০	৬৫.২২%

- নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ = মোট অভিযোগ (কলাম ৫) – [নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি এমন চলমান অভিযোগ (কলাম ৮) + অন্য দপ্তরে প্রেরিত (কলাম ৬)]

(মুনমুন বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
তদন্ত বিভাগ
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ আমানউল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
প্রশাসন ও সংস্থাপন
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ রেজাউল করিম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(এ, কে, এম, মনির হোসেন পাঠান)
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।